রং - সার

কৃষ্ণা কর্মকার

মঞ্চের উপর মেয়েটি হু হু করে কাঁদতে কাঁদতে ধীরে ধীরে মেঝেতে বসে পড়ছে। মিরর্ থেকে বেরিয়ে আসা মাপা আলোয় দেখা যাচ্ছে, কী নিপুণতায় তার মুখের এক একটি রেখাকে সে ভেঙে ফেলছে—নববধূটি শ্বশুরবাড়ির অচেনা অন্দরমহলের অপরিচিত নির্মমতার শিকার হয়ে, চোখের জলের কাছে আত্মসমর্পণ করছে। দর্শকাসনে বসে বীথিকা চৌধুরীর চোখ ক্রমশ ঝাপসা হয়ে যাচ্ছে— তার অত্যন্ত সুরুচি-সম্পন্ন সাজসজ্জার অনেকটাই সিক্ত হয়ে উঠেছে লবণাক্ত জলের ধারায; গলার কাছে দলা পাকিয়ে ওঠা কান্নাটা বেপরোয়াভাবে শব্দ তুলছে মাঝে মধ্যেই। আস্তে আস্তে ইন্টারভ্যালের আলো জ্বলে উঠলো অডিটোরিয়ামে। সচকিত হয়ে দেখলেন, পাশে বসা মহিলাটি তাঁকে অবাক হয়ে দেখছেন। একটু অস্বস্তিতে পড়ে বীথিকাদেবী বললেন, —সরি, কিছু মনে করবেন না, মেয়েটি এত ভালো অভিনয় করেছে, একেবারে ইনভল্ভ্ হয়ে গিয়েছিলাম।

—আপনার সত্যিই খুব ভালো লেগেছে? ভদ্রমহিলা তদ্গত হয়ে জিজ্ঞেসা করেন।

—অবশ্যই, আপনার লাগেনি? এই নাটকটার যদি আবার কাছাকাছি কোথাও শো হয়, আমি আবার দেখবো, এই মেয়েটির অভিনয়-এর জন্যই দেখবো।

—আপনি বুঝি নাটক খুব ভালোবাসেন?

—খুব, একেবারে ছোটবেলা থেকেই—ইস্কুলে থাকতে। কলেজে তো রীতিমতো ক্লাস ফাঁকি দিয়ে দেখতাম। অফিস পালিয়েও বহুবার নাটক দেখতে গেছি। আর এখন তো ছেলে চাকরি-বাকরি নিয়ে ব্যস্ত, ছেলের বাবা বিজনেস নিয়েই পড়ে থাকে। অতএব আমি একেবারে ঝাড়া হাত-পা, সুযোগ পেলেই—

—ওমা, কী ভালো;ওই যে মেয়েটিকে অভিনয় করতে দেখলেন, ও তো আমারই মেয়ে।

—সত্যি নাকি! আপনি তো তাহলে রত্নগর্ভা মহিলা ভাই!

—কী যে বলেন! আমি তো ওকে নাটক করতে বারণ -ই করি—কিন্তু খুব ভালোবাসে নাটকটা—

—ওমা, বারণ করেন কেন?

—বিয়ের বয়স হয়েছে। বুঝতেই পারছেন, আমাদের মতো ফ্যামিলিতে মানে মধ্যবিত্ত সংসারে, যতই লেখাপড়া জানা চাকুরিদার মেয়ে হোক, নাটক করে জানলে কেউ ঘরের বউ করতে চাইবে?

—এটা একেবারেই ভুল ধারণা— সমাজ এখন বহুদূর এগিয়েছে, আপনার মেয়ের মতো গুণী মেয়েকে ঘরের বউ করতে পারলে পাত্রপক্ষ বর্তে যাবে।

—আশীর্বাদ করুন, তাই যেন হয়।

দুই

সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপনটা প্রকাশিত হওযার পর থেকে উপাসনার বিয়ের ব্যাপারে বেশ কয়েকটা যোগাযোগ ঘটেছে। তারই মধ্যে বেছে বুঝে উপাসনার বাবা-মা একটা পরিবারকে আজ সন্ধ্যায় তাদের বাড়িতে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন মেয়ে দেখাবার জন্য। পাত্র, পাত্রের বাবা-মা এবং পাত্রের এক বন্ধু আসবে। আপ্যায়নে যেন কোনো খুঁত না থাকে, তার নিপুণ ব্যবস্থা করতে উপাসনাদের বাড়িতে ব্যস্ততা একেবারে তুঙ্গে। ঠিক কাঁটায় কাঁটায় সাড়ে - ছটা বাজতেই কলিং-এর ঘন্টা বাজে। উপাসনার বাবা সমাদরে অতিথিদের নিয়ে এসে বসালেন ড্রয়িং রুমে। টুকটাক কথাবার্তা চলছে, কাজের মেয়েটি ঠান্ডা পানীয় দিয়ে গেল। উভয়পক্ষের মধ্যে কথা জমতে থাকে— পাত্রপক্ষের কোনো দাবি-দাওয়া নেই, শুধু গৃহলক্ষ্মীকে নিয়ে গিয়ে নিজের বাড়িতে প্রতিষ্ঠিত করতে পারলেই পাত্রের বাবা-মা নিশ্চিন্ত হন। সমুচিত ভদ্র পাত্র এবং তার বন্ধু। মেয়েটি শিক্ষিত, মার্জিত এবং সংস্কৃতিমনা হলেই চলবে। হালকা খুশিটা ড্রয়িং-রুমে ভাসিয়ে দিয়ে উপাসনার বাবা উপাসনাকে নিয়ে আসার জন্য তলব দিলেন। সামান্য প্রসাধনে আপন ব্যক্তিত্বকে পরিপূর্ণ বিকশিত করে উপাসনা তার মায়ের সঙ্গে ধীর পায়ে হেঁটে ঘরে ঢুকলো। ঘরে ঢুকতে ঢুকতেই উপাসনার মা বিস্ময়ে খুশিতে একেবারে ফেটে পড়লেন—

—ওমা, কী সৌভাগ্য আমাদের, আপনি পাত্রের মা?

চোখ তুলে তাকিয়েই বীথিকাদেবী একেবারে আপাদমস্তক চমকে উঠলেন—

—আপনি?

—চিনতে পারলেন না? সেই যে নাটকের হলে দেখা হলো— আপনি আমার উপাসনার অভিনয়ের দারুণ প্রশংসা করলেন।

তিন

দিন দুয়ের পরে উপাসনার বাবার মোবাইলে একটি মেসেজ এলো—আমার এবং আমার ছেলের উপাসনাকে খুবই পছন্দ হয়েছে, কিন্তু আমার স্ত্রী এই বিবাহে সম্মত নন। বুঝতেই পারছেন, নাটক-করা মেয়ে তো, আমাদের ডাল-ভাতের সংসারে বড়োই বেমানান। মেয়ে যদি অভিনয়টা ছাড়তে পারে...। মি: এম. চৌধুরী।